দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 07 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ...

৭ বছর ধরে পাঠদান ব্যাহত

হাইমচরে স্কুলকক্ষে পুলিশ ফাঁড়ি

এম এ লতিফ, চাঁদপুর ●

চাঁদপুরের হাইমচর উপজেলার নীলকমল নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির নিজস্ব ভবন নেই। ফলে দীর্ঘ প্রায় ৭ বছর ধরে দুকক্ষ বিশিষ্ট একটি স্কুলভবনেই চলছে তাদের কার্যক্রম। শুধু তা-ই নয়, ওই কক্ষ দুটিও ব্যারাক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে করে ক্লাস রুম সংকটে প্রতিনিয়ত ব্যাহত হচ্ছে ওই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান। যদিও ইতিপূর্বে একাধিকবার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্টদের জানিয়েছে। কিন্তু এর পরও কোনো প্রতিকার পায়নি। স্থানীয়রা জানায়, এক সময়ে উপজেলার নীলকমল এলাকায় নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির নিজস্ব ভবনেই কার্যক্রম চলত। গত ৭-৮ বছর পূর্বে প্রমত্তা মেঘনার ভাঙনে ওই এলাকার অনেক ঘর-বাড়িসহ নৌ-পুলিশ ফাঁড়িটিও নদীতে বিলীন হয়ে যায়। এর পর থেকেই উপজেলার চরভৈরবী ইউনিয়নের মহনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুরুম বিশিষ্ট পাকা ভবনটিতে শুরু হয় পুলিশ ফাঁড়ির কার্যক্রম। সরেজমিন দেখা গেছে, মহনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩ রুমের একটি টিনশেড ও দুরুমের একটি পাকা ভবন রয়েছে। টিনশেড ভবনটিতে চলছে শিক্ষার্থীদের পাঠদান আর পাকা ভবনটিতে চলছে নৌ-পুলিশের কার্যক্রম। পাশাপাশি ওই ভবনটিও ১৮ সদস্যের পুলিশ সদস্যরা ব্যারাক হিসেবে ব্যবহার করছেন। এতে করে নৌ-পুলিশের কার্যক্রম পরিচালনায় প্রতিনিয়ত ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। অপরদিকে ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ২১৪ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। ওই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর পাঠদানে কমপক্ষে ৫টি রুমের প্রয়োজন। কিন্তু বিদ্যালয়ের ৩টি রুম থাকায় দুই শিফটে ক্লাস চালাতে প্রতিনিয়ত বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভোগান্তি পোহাতে হয়। বাধ্য হয়েই এক রুমে দুটি শ্রেণির ক্লাস করাতে হয় তাদের। ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. ফজলুল করিম জানান, বিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন থাকার পরও রুম সংকটে শিক্ষার্থীদের পাঠদান বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ ছাড়া সামান্য বৃষ্টিতেই বিদ্যালয়ে পানি জমে শিক্ষার্থীদের পাঠদান অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এতে বাধ্য হয়েই বিদ্যালয় বন্ধ রাখতে হয়। কিন্তু বারবার সংশ্লিষ্টদের জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি। এ ব্যাপারে চাঁদপুর জেলা নৌ-পুলিশ সুপার সুব্রত কুমার হাওলাদার বলেন, ইতোমধ্যে এসব সমস্যা পুলিশ হেডকোয়ার্টার ও নৌ-পুলিশকে অবহিত করা হয়েছে। তারা জমি দেখার জন্য বলেছে। কিন্তু এখনো আমরা জমি পাচ্ছি না।